২৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে কর্মীবাহিনী ও জনগণের উদ্দেশ্যে বার্তা

(২৬ ডিসেম্বর ২০২৪)

সমবেত সহযোদ্ধা, সাথী-বন্ধুগণ,

পার্টি প্রতিষ্ঠার এ অবিস্মরণীয় দিনে গভীর সম্মানের সাথে স্মরণ করছি বীর শহীদদের, আন্তরিকভাবে একাত্মতা প্রকাশ করছি পঙ্গু সহযোদ্ধা ও জেলে অন্তরীণ সহযোদ্ধা-সমর্থকদের সাথে।

পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে আপনাদের জানাই প্রাণতেজোময় সংগ্রামী অভিবাদন!

পার্টির ২৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী এমনি এক সময়ে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে, যখন পার্বত্য চট্টগ্রামের দক্ষিণ-পূর্বকোণে পার্শ্ববর্তী রাখাইন রাজ্যে সূচিত হতে চলেছে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন। সাম্প্রতিক সময়ে দক্ষিণ এশিয়ায় উলোট-পালট ঘটনা ঘটে চলেছে। চার মাস আগে অর্থাৎ ৫ আগস্টের পূর্বেও ফ্যাসিস্ট হাসিনাকে অত্যন্ত ক্ষমতাধর শক্তিশালী এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী মনে হয়েছিল। পনের বছর টানা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থেকে আরও একবার সরকারের মেয়াদ পূর্ণ করবে বলে অনেকে বিশ্বাস করতে বসেছিল। কিন্তু হাসিনার দুঃশাসন এখন অতীতের বিষয়। একই পরিণতি বরণ করেছে মধ্য প্রাচ্যে সিরিয়ার বাশার আল আসাদ। সশস্ত্র বিদ্রোহীদের হাতে আসাদের পারিবারিক শাসন উচ্ছেদ হয়েছে। সর্বত্রই অত্যাচারী শাসকের হৃদকম্প শুরু হয়েছে!

যেখানে নিপীড়ন নির্যাতন, সেখানে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ অবধারিত। দেশে দেশে নিপীড়িত জনতা ও জাতিসমূহ জেগে উঠছে, সংগঠিত হচ্ছে। যত শক্তিশালী ক্ষমতাধরই হোক, দুনিয়ায় কোন বলদর্পী স্বৈরশাসক টিকতে পারেনি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে অস্ত যেত না, এমন প্রবাদ প্রচলিত ছিল। সেই পরাক্রমশালী ব্রিটিশদের এ উপমহাদেশ থেকে ১৯৪৭ সালে বিদায় নিতে হয়েছে। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী শোচনীয় পরাজয়ের মাধ্যমে এদেশ থেকে বিতাড়িত হয়েছে। বিশ্বের বুকে আন্দোলনের মুখে বিভিন্ন সময়ে ক্ষমতাধর গণবিরোধী স্বৈরশাসকদেরও পতন ঘটেছে।

সংগ্রামী বন্ধুগণ,

হাসিনার পতনের সপ্তাহ তিনেক আগে ১৪ জুলাই পার্টি ও গণফ্রন্টের নেতা-কর্মীদের এক অন-লাইন বৈঠকে আমরা ভবিষ্যত বাণী করি যে, আপাতভাবে যত ক্ষমতাধরই মনে হোক ফরাসি বিপ্লবের সম্রাট ষোড়শ লুই-এর মতো হাসিনারও করুণ পতন হবে। আমাদের উক্ত বৈঠকের সপ্তাহ তিনেক অতিক্রান্ত হতে না হতে পতন ঘটে শেখ হাসিনার।

'ওদের কত বড় শক্তি আছে, দেখে নেবো' এমন দম্ভোক্তি করে আমাদের উদ্দেশ্যে শেখ হাসিনা ২০১৩ সালের ১১ নভেম্বর খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামে কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছিলেন। ৫ আগস্ট যে দিন হাসিনা উৎখাত হয়, সেদিনও আমরা মাঠের নেতৃবৃন্দের সাথে অন-লাইন বৈঠকে যুক্ত ছিলাম। নিয়তির পরিহাস এই, টিভি চ্যানেল ও ইউটিউব সোশাল মিডিয়ায় সরাসরি সম্প্রচারিত হাসিনার করুন পতনের দৃশ্য আমরা প্রত্যক্ষ করি এবং ঘটনাবলী পর্যালোচনা করি।

সেদিন ঢাকায় স্মরণকালের লাখো ছাত্র-জনতার মিছিলে যুক্ত হয়ে আমাদের ফ্রন্ট অর্গানাইজেশন-এর পিসিপি-এইচডব্লিউএফ ও ডিওয়াইএফ-এর সহযোদ্ধারাও দৃপ্ত পদে হাসিনার আস্তানা 'গণভবনে' প্রবেশ করে তার দম্ভ ধুলোয় মিশিয়ে দেয়। এটি আন্দোলন সংগ্রামের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা! পাহাড়েও জাতীয় স্বার্থবিরোধী কাজে লিপ্ত গণশত্রুদের জন্যও করুণ পরিণতি অপেক্ষা করছে। সময় থাকতে ধ্বংসের পথ পরিহার না করলে গণআন্দোলনে তারাও ধুলোয় মিশে যাবে।

হাসিনার পতনকে 'দ্বিতীয় স্বাধীনতা' আখ্যা দিয়ে দেশের অন্যত্র বিজয় উল্লাস হলেও পার্বত্য চট্টগ্রামে আমরা তা করিনি। আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, এটি আমাদের প্রকৃত বিজয় নয়। আরও কঠিন সংগ্রামের মাধ্যমে আমাদের বিজয় অর্জন করতে হবে। আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, গণজোয়ারে খড়কুটোর মতো হাসিনা ও তার দল আওয়ামীলীগ ভেসে গেলেও তার প্রেত্মাতারা এখনও রয়েছে। ১৯-২০ সেপ্টেম্বর ও ১ অক্টোবর দীঘিনালা, খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটিতে সেনা-সেটলারদের যৌথ হামলা, হত্যাকাণ্ড, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ ও ধ্বংসযজ্ঞ তারই সাক্ষ্য দেয়। ড. ইউনুসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এ ঘটনায় পুরোপুরি ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। পরিস্থিতি ফ্যাসিস্ট হাসিনার আমলে যেমন ছিল, বর্তমানেও তা থেকে ভিন্ন কিছু নয়। আমাদের নিরাপদবোধ করার অবস্থা নেই। অন্যায় ধরপাকড়, ওঁৎ পেতে গুপ্ত হত্যা, চাঁদাবাজি, ভূমি বেদখল, নারী নির্যাতন, সেনা মদদে চিহ্নিত সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের হামলা...এসব অব্যাহত আছে।

দেশে অন্যত্রও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজন হামলার শিকার হয়েছেন, তারা অনিরাপদবোধ করছেন এমন কথাও উঠছে; শিল্পাঞ্চলে অস্থিরতা, নিয়ন্ত্রণহীন দ্রব্যমূল্য, বেতন ও বোনাসের দাবিতে আন্দোলনরত শ্রমিকদের ওপর গুলি বর্ষণ... এসব ঘটনা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা,

আপনারা অবগত আছেন, ফ্যাসিবাদী শাসন অবসানে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের গর্ব করার মতো আরও কৃতিত্ব রয়েছে। পার্টি কর্তৃক ফ্যাসিস্ট হাসিনার ৭ জানুয়ারির বিতর্কিত নির্বাচন বয়কটের ডাকে সাড়া দিয়ে ২৭টি ভোটকেন্দ্র (খাগড়াছড়ি ১৯ ও রাঙ্গামাটি ৮) শূণ্য ভোট করার বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপনের কৃতিত্ব রয়েছে আমাদের বাপ-ভাই-মা-বোনদের। কোন হুমকি-ধামকি, ভয়-ভীতিতে দমে না গিয়ে বয়কটের মাধ্যমে ২৭টি ভোটকেন্দ্রে ভোটারগণ নিজেদের শক্তি প্রয়োগ করেছেন, তা দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে মাইল ফলক হিসেবে চিহ্নিত হবে। ইতিপূর্বে বাংলাদেশের কোথাও এমন দৃষ্টান্ত নেই। পার্টি প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর এ গুরুত্বপূর্ণ দিনে আমরা সংগ্রামী অভিবাদন জানাই ২৭টি ভোটকেন্দ্রের ভোটারদের।

আমরা আন্তরিকভাবে সাধুবাদ দিই HWF, PCP I PGP (তৎকালীন পাহাড়ি গণপরিষদ)-এর সেই সব অকুতোভয় সংগ্রামী সহযোদ্ধা বন্ধুদের, যারা ১৯৯৮ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি নিরাপত্তা বাহিনীর নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা বেষ্টনী ও তীক্ষ্ম গোয়েন্দা নজরদারি তোয়াক্কা না করে খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামে ৩০ হাজারের অধিক দর্শক, দেশী-বিদেশী সংবাদদাতা, কূটনীতিক ও পর্যবেক্ষকদের সম্মুখে 'ঘড় ভঁষষ ধঁঃড়হড়সু, ঘড় ৎবংঃ!' ব্যানার প্রদর্শন করে বিশ্ববাসীর নিকট পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের দাবি উর্ধ্বে তুলে ধরেছিলেন।

সাম্প্রতিক সময়েও '১৯০০ সালের রেগুলেশন' বাতিলের প্রতিবাদে আহূত অবরোধসহ বিভিন্ন কর্মসূচীতে সাজেক, কদুকছড়ি, পানছড়িসহ বেশ কিছু জায়গায় আমাদের HWF-এর সহযোদ্ধা ও গ্রামের সাধারণ নারীরা প্রশংসনীয় ভূমিকা রেখেছে। লড়াই সংগ্রামে সামনে এগিয়ে যেতে এসব ঘটনা কর্মীবাহিনীকে উজ্জীবিত করেছে।

‘২৬ ডিসেম্বর’ ঘিরে বিভিন্ন স্থানে পার্টি, গণফ্রন্ট ও স্থানীয় যুব-যুবারা যেভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কর্মউদ্যম সৃষ্টি করে জনসেবামূলক কাজে যুক্ত হয়েছেন, তাদের আমরা আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই।

পার্বত্য চট্টগ্রামের দুর্গম এলাকায় কঠিন ও বৈরী পরিস্থিতিতে সকল ধরনের প্রতিবন্ধকতা সামাল দিয়ে যে সব সহযোদ্ধা পার্টির নির্দেশনা মেনে অবিচলভাবে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন, পার্টি ও আন্দোলন এগিয়ে নিতে অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকা পালন করছেন, তাদের জানাই রক্তিম অভিবাদন।

সংগ্রামী ভাই ও বন্ধুগণ,

‘রাত যত গভীর হয়, ভোর তত এগিয়ে আসে।’ এটাই প্রকৃতির রীতি। অবস্থা যখন চরমে পৌঁছায়, তখন তার গুণগত পরিবর্তন ঘটে। প্রতিবেশী রাখাইন রাজ্যে কিছুকাল আগেও নিজেদের মধ্যে মারামারি হানাহানির অনেক কাহিনী শোনা যেত। তাদের ব্যাপারে নেতিবাচক কথাবার্তাই বেশি প্রচার পেতো। সমস্ত দুর্বলতা অনৈক্য কাটিয়ে তুলে রাখাইনরা বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেছে! তাদের এ বিজয় দক্ষিণ এশিয়ার ভূ-রাজনৈতিক দৃশ্যপট পাল্টে দেবে এমন সম্ভাবনা প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামেও শাসকগোষ্ঠী পরিকল্পিতভাবে প্রতিনিয়ত কোথাও না কোথাও সেনা মদদপুষ্ট সশস্ত্র সন্ত্রাসী লেলিয়ে দিয়ে হামলা, খুন, অপহরণ ও চাঁদাবাজির ঘটনা ঘটিয়ে চলেছে। শাসকগোষ্ঠীর নীলনক্সায় প্রণীত এ ধরনের ঘটনাকে “ভ্রাতৃঘাতী সংঘাত” “আধিপত্য বিস্তারের লক্ষে নিজেদের লড়াই”.... এভাবে অপ্রচারণা চালানো হয়। এর পেছনের উদ্দেশ্য হচ্ছে, নেতিবাচক ঘটনায় মানুষের মন বিষিয়ে তোলা, যাতে আন্দোলন সংগ্রাম থেকে একশ্রেণীর মানুষ আস্থা হারিয়ে ফেলে।

ক্ষমতা আঁকড়ে থাকার মতলবে দীর্ঘ দেড় দশক ধরে সকল ধরনের কলা-কৌশল প্রয়োগ করেও ফ্যাসিস্ট হাসিনার শেষ রক্ষা হয় নি। পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণকে বিভক্ত, লক্ষ্যভ্রষ্ট ও বিভ্রান্ত করে শাসন-শোষণ জারি রাখার নীলনক্সাও ভেস্তে যাবে। পার্বত্য চট্টগ্রামের এ অবস্থা চিরদিন থাকবে না। যে কোন কিছুর শেষ আছে। অর্থ, অস্ত্র, মদদ, উস্কানি আর ঘাতক লেলিয়ে দিয়ে কোন সংগ্রামী জাতিকে দমিয়ে রাখা যায় না। যদি তা করা যেত, তাহলে বাঙালিরা কোন দিন মাথা তুলে দাঁড়াতে পারত না। পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণও একদিন উঠে দাঁড়াবে। দমন-পীড়ন চালিয়ে আমাদের লড়াই সংগ্রাম স্তব্ধ করা যাবে না। নিজেদের ন্যায্য অধিকার আদায়ে যা যা ত্যাগ স্বীকার করতে হয়, পার্বত্য চট্টগ্রামের মুক্তিকামী জনতা তা করতে প্রস্তুত। পূর্ণস্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার লড়াই চলবে।

সত্য ও ন্যায়ের জয় অনিবার্য!

পার্বত্য চট্টগ্রামের মুক্তিকামী মানুষের বিজয় অবশ্যম্ভাবী!

লঙ লিভ ইউপিডিএফ!

নো ফুল অটোনমি, নো রেস্ট!

২৬ ডিসেম্বর ২০২৪

কেন্দ্রীয় সদর দপ্তর, ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ